একুশ মানে - সামাজিক কু প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন
একুশ মানে - বাড়িয়ে দেয়া বন্ধুত্বের হাত
একুশ মানে - ভ্রাতৃত্বের বন্ধন
একুশ মানে - সরাসরি কথ বলা
একুশ মানে - ঈর্ষা কাতরতা নয়
একুশ মানে - নন্দিত মনের সুন্দর ভুবন

একশ নিউজ মিডিয়া
৬৩৬২, হলিউড বুল্ভার্ড, সুয়ীট্ ৩০২, হলিউড, ক্যালিফোর্ণিয়া- ৯০০২৮
ফোন (818) 266 7539 / (213) 925 4652 / (323) 462- 9300 ফ্যাক্স (877) 226-4524

হলিউডের বাংলা পত্রিকা একুশ

21 Ekush Bangla Newspaper from Hollywood

Ekush.info

বাংলাদেশী তরুণ মিলিওনীয়ার

একুশ ডেস্ক

আর একটি কৃতিত্ব। একজন ২২ বছরের বাংলাদেশী জাওয়াদ করিম মিলিওনীয়ার হয়েছেন। তারা তিন বন্ধু মিলে ২০০৫ সালে একটি ভিডিও শেয়ারিং ওয়েব সাইড YouTube প্রতিষ্ঠা করে। সেই YouTube প্রতিষ্ঠানটি গত সপ্তাহে গুগল কোম্পানী ১.৬ বিলিয়ন ডলার দিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠানটি কিনে নেয়।

বাকি অংশ বাংলাদেশী তরুণ / ৬ পাতায়

Volume 01, Issue 13, October 20, 2006 | Hollywood, California, USA | www.Ekush.info | Bengali Community Newspaper | অক্টোবর ২০, ২০০৬, শুক্রবার : কার্তিক ৫, ১৪১৩

৭ই নভেম্বর ক্যালিফোর্নিয়া সাধারণ নির্বাচন

GKzk†W‹

স্টেট সেক্রেটারী ব্রুস ম্যাকফেরসন বলেছেন যে ভোটাধিকারের ওপর কোনো বড়ো অধিকার নেই। অতএব, প্রত্যেক নাগরিকের ভোট দান একটি অধিকার এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেকেই সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা উচিত।
আগামী ৭ই নভেম্বর ক্যালিফোনিয়ার সাধারণ নির্বাচন হবে। মঙ্গলবার সকাল ৭টা থেকে রাত আটটাপর্যন্ত চলবে। বাংলদেশী আমেরিকান নাগরিকদেরকে একুশ আহ্বান জানাচ্ছে, আপনার একটি ভোট পরিবর্তন ঘটাতে পারে। অবহেলা না করে এখন থেকেই ভোট দেওয়ার পরিকল্পনা করেন। আপনার ভো দান কেন্দ্র কোথায় সঠিকভাবে ভোট দিতে যাবেন তা ঠিঁক করে নিন। কাজের আগে দিতে যাবেন কিনা বা পরে দেবেন ইত্যাদি। এখানে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ভোট দেওয়া সুযোগ আছে। এমন কি অনলাইনে পর্যন্ত ভোট রেজিস্ট্রেশন করা যায়। তবে ভোটের ১৫ দিনের পূর্বে পৌঁছাতে হবে। আপনি যদি ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভো দিতে না পারেন তার জন্য বহু সুযোগ রয়েছে। আগে থেকে ভোট দিতে পারেন। একে এবসেনটি ভোট বলা হয়।

Shape The Future. Vote!

বাকি অংশ নির্বাচন / ৩ পাতায়

মানবতার জন্য ক্রিকেটারদের জয়গান

একুশ ডেস্ক

আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ক্রিকেট উৎসবে অংশ নিয়ে মানবতার পে দাঁড়ালেন ভারত ও ইংল্যান্ড দলের ক্রিকেটাররা। পৃথিবীর কোটি কোটি দরিদ্রপীড়িত মানুষের কল্যাণের জন্য জাতিসংঘ গৃহীত 'মিলেনিয়াম স্ট্যান্ডআপ ক্যাম্পেইন' কর্মসূচির প্রতি সংহতি প্রকাশ করলেন তারা। জয়পুর স্টেডিয়ামে রোববার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ম্যাচ শুরুর আগে ভারত-ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার, আম্পায়ার, দর্শকরা হাতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে এই কর্মসূচির প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন। এই মহৎ কর্মসূচিতে ভারতীয় দলনায়ক রাহুল দ্রাবিড়, শচীন টেন্ডুলকার, চিত্রনায়ক আমির খান ও বিখ্যাত সুরকার এআর রহমান অংশ নেন। এর আগে এই কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানাতে গিয়ে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান বলেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল দরিদ্র মানুষের কল্যাণের জন্য প্রণীত এই কর্মসূচি সফল করতে দারুণ কাজ করছে।' আজ নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচ শুরুর আগেও একই কর্মসূচি পালন করা হবে। ভারতীয় জনগোষ্ঠীর রোল মডেল শচীন টেন্ডুলকার তার দেশবাসীকে এই মহৎ কর্মসূচিতে অংশ নেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আমি এই মহান কাজে অংশ নিচ্ছি। দেশবাসীর প্রতি আহ্বান, এই কর্মসূচি সফল করতে আপনারাও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন।

New York – On October 15 thousands gathered in Times Square to witness the "raising" of the iconic New Year's Eve crystal Ball, making its first ever non-New Year appearance. Times Square is the signature global event for the "Stand Up Against Poverty" challenge in support of the Millennium Development Goals, which attracted hundreds of thousands of people from many nationalities, races and religions coming together to set a Guinness World Record for the largest number of people ever to intentionally and symbolically "Stand Up Against Poverty" at multiple locations around the world, within 24 hours.The world record for the most people to 'Stand Up Against Poverty' in 24 hours was set on 15 - 16 October 2006 for the United Nation's Millennium Campaign and involved a massive total of 23,542,614 participants in 11,646 events around the globe
Six years ago, 189 world leaders sat down and agreed to end poverty and achieve the Millennium Development Goals by 2015. On October 15&16, over 23 million people across the world stood up to remind them of this promise.

ডঃ ইউনূসকে নিয়ে প্রবাসীদের কথা

একুশ রিপোর্ট

বাংলাদেশের ডঃ ইউনূস এখন সারা বিশ্বের ইউনূস হয়ে গেছেন। তার ফর্মূলা বিশ্বের মানুষের কল্যাণে শান্তির বার্তা শেত কপোতের মতো বয়ে নিয়ে যাচেছ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিল বাংলাদেশীদের প্রথম আনন্দ উৎসব, বিজয়ের দিবস, মুক্তির আলো। একজন বাংলাদেশীর নোবেল পুরস্কার সেই দেশের দ্বিতীয় বিজয়ের দিবস, স্বাধীনতার ফসল। ডঃ ইউনূস বাঙালি জাতির মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি কিন্তু বাংলাদেশীর মধ্যে প্রথম নোবেল বিজয়ী। এ বিজয় এখন আর তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ডং ইউনূস এখন বলতে পারছেন না, আমার বিজয়, আমি নোবেল পুরস্কার পেয়েছি। কারণ, প্রতিটি বাংলাদেশী বলছে আমি ইউনূস যেনো স্পার্টাকাস। প্রতিটি ক্রীতদাস যেমন বলে উঠেছিল আমিই স্পার্টাকাস। তেমনি প্রতিটি বাংলাদেশী আনন্দে এতোই আত্মহারা যার মধ্যে কোন ঈর্ষা নাই, কোন ক্ষোভ নাই বা দুঃখ নাই, ভাবখানা যেন সকল বাংলাদেশীই নোবেল পেয়েছেন। ডঃ ইউনূস নাম মাত্র ব্যক্তি। নোবেল পেয়েছে এক কৃষক, গৃহবধূ, মায়ের ফোকলা হাসি। ডঃ ইউনূস এখন বিশ্বের একজন শান্তিকামী মানুষের জীবন্ত উদাহারণ। শুধু কথায় নয়, কাজেই তিনি প্রমাণ করে গেছেন কিভাবে মানবের মুখে হাসি ফোটানো যায়, দুঃখ-দুর্দশা দূর করা যায়। যখন সবাই শহরমুখী উন্নয়নে ব্যস্ত আর তখন ইউনূস গ্রামের মানুষের উন্নয়নে ব্যস্ত। তিনি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, গ্রামীণ ফোনের মাধ্যমে জীবনের স্বচছলতা, যাতায়াতের বা যোগাযোগের যে সুব্যবস্হার বিন্যাস সৃষ্টি করে দিয়েছেন তা কোন সরকার করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিধাতা ডঃ ইউনূসের জীবন সার্থক করে দিয়েছেন।

আমরা একুশের পক্ষ থেকে ডঃ ইউনূসকে অভিনন্দন জানাই। তিনি যেন তাঁর অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেন এই কামনা করি। এখানে উল্লেখ্য যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর উগ্র ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ যেভাবে ইসলামের নামে অরাজকতার সৃষ্টি করে মুসলিমদের প্রতি শত্রুতার সৃষ্টি করছে তার মধ্যেও এ বছর ৪ জন মুসলিম ব্যক্তি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এবং ডঃ ইউনূস তাঁদের মধ্যে একজন। সত্যকে কেউ শত্রু হিসাবে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না, নোবেল বিজয় তার প্রমাণ।

বাকি অংশ প্রবাসী / ৩ পাতায়

ইউনূস জয় করলেন নোবেল শান্তি পুরস্কার -বাঙালি ও বাংলাদেশকে সম্মানিত করলো গ্রামীণ ব্যাংক

ডঃ ইউনূসের বিশ্বের সবচাইতে
মর্যাদাপূর্ণ নোবেল পুরস্কার অর্জন
বাঙালীর বিশ্বজয়ের সামিল।
নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বাংলার মহামানব
ডক্টর মোহম্মদ ইউনূসকে
আমাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন।
শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা,
আমরা গর্বিত,
আমরা আনন্দে আত্মহারা।
এ এক অবিশ্বাস্য বিজয়,
আমরা তোমার কাছে ঋণী হয়ে থাকলাম।
আমাদের অহংকার
ড. মুহাম্মদ ইউনূস-এর দীর্ঘায়ু কামনা করি।
-একুশ

ইউনূস জয় করলেন নোবেল শান্তি পুরস্কার

একুশ রিপোর্ট : ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড়ো সাফল্য ও সম্মান বয়ে আনলেন এদেশেরই কৃতী সন্তান, সারা বিশ্বে ক্ষুদ্র ঋণদান কার্যক্রমের অগ্রদূত বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ড. মুহম্মদ ইউনূস। প্রথম বাঙালি ও বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে নোবেল শান্তি পুরস্কার অর্জন করে বিশ্বের বুকে আবারো জাগিয়ে তুললেন বাংলাদেশের নাম। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের ৩৫ বছর পর গর্ব করার মতো উপলক্ষ পেলো বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ। সেই সঙ্গে নিজেও হয়ে গেলেন এক গৌরবময় ইতিহাসের নায়ক। ড. ইউনূস আবারো প্রমাণ করলেন, বাংলাদেশও পারে।
নরওয়ের অসলোতে গত শুক্রবার ২০০৬ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ীর নাম ঘোষণা করে নোবেল কমিটি। ক্ষুদ্রঋণের প্রবক্তা ড. মুহম্মদ

ইউনূস ও তার প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংককে যৌথভাবে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের পর নোবেল পুরস্কার বিজয়ী তৃতীয় বাঙালি তিনি। নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান ওলে ড্যানবোল্ট এমজোস নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী হিসেবে ড. ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংকের নাম ঘোষণা করে বলেন, সামাজিক উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক অগ্রগতিতে অবদানের জন্যই ড. ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংককে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

enËi Rb‡Mvôx‡K `wi‡`¨i k•Lj †_‡K Z‡j G‡b mgw× w`‡Z bv cvi‡j mwZ¨Kvi kvšZ cwZôv m¤e bq|

বাকি অংশ ড. ইউনূস / ১০ পাতায়

Grameen, which means rural in the Bengali language, was the first lender to hand out microcredit, giving small loans to poor Bangladeshis who did not qualify for those from conventional banks. Yunus and his bank won the prize for the simple, yet revolutionary, idea of lending tiny sums to poor people to start businesses, helping hundreds of millions of people earn their way out of poverty.- *InternationalHeraldTribune.com*

Nobel peace laureate Mohammad Yunus was trained in economics but is something of an engineer in his day-to-day work, building bridges between the developed and developing worlds. - *LosAngelesTimes.com*

Just like a much-waited messiah, he exudes his dream to see a time when there will be no more poor people in our country.
- *nation.ittefaq.com*

প্রপোজেশন ৮৬ অন্যায়/অবিচার

একুশ ডেস্ক

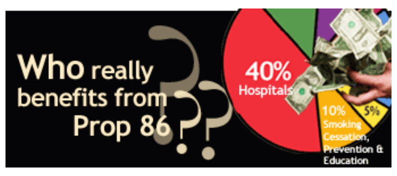

প্রপোজেশন ৮৬ শুনলে মনে হবে খুবই ভালো ধারণা, কারণ ট্যোবাকোর উপর অতিরিক্ত কর চাপিয়ে দিলে সিগারেট খাওয়া কমে যাবে। কিন্তু আসলে প্রপোজেশন ৮৬ হচ্ছে হাসপাতাল কর্পোরেশনের অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার একটি কৌশলমাত্র। যারা ট্যাক্স প্রদানকারীদের মিলিয়ন ডলার প্রতি বছার আত্মসাৎ করছে। এখানে কয়েকটি কারণে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, আইন প্রয়োগকারী, শ্রমিক, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং মেডিক্যাল সংস্থাসমূহ প্রপোজেশন ৮৬-এর বিরুদ্ধে বিরোধীতা করছেন। যেমন–
- ৮৬ এর ফান্ড থেকে শুধুমাত্র ১০% ভাগ বরাদ্দ করা হচ্ছে এন্টি স্মোকিং প্রোগ্রামের। বাকি ৯০% ভাগ নতুন রেভিনিউ যাবে স্বার্থান্বেষী মহলের কাছে এবং ব্রুক্রেটিক প্রোগ্রামে।
- শুধু তাই নয়, এখানে কোনো নিশ্চয়তা নেই যে, উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ সত্যিকার অর্থে ব্যবহৃত হবে কিনা অথবা সেগুলো হবে কিনা!
- উক্ত প্রপোজশনের মধ্যে গঠনতান্ত্রিক জটিলতা রয়েছে যা আমাদের স্কুলসমূহ ৮০০ মিলিয়ন ডলার নতুন রেভিনিউ থেকে বঞ্চিত হবে।
- এছাড়া এন্টাইট্রাস্ট অব্যাহতির মাধ্যমে হাসপাতালকে মেডিক্যাল সার্ভিস এবং মূল্যবৃদ্ধির অনুমতি দেয়।
ভোট দেওয়ার পূর্বে দয়া করে আপনারা প্রপোজেশন ৮৬ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য ভিজিট করুন www.86facts.org
তারপর ৭ নভেম্বর, অনুগ্রহপূর্বক ৮৬ এ না ভোট প্রদান করুন।

নো অন প্রপোজেশন ৮৬

GKk †W‹ : আমরা চাই আমাদের হেলথ কেয়ার পদ্ধতিকে উন্নত করতে, কিন্তু প্রপোজেশন ৮৬ একটি ভুল পথের সমাধান। ৮৬ একটি অন্যায়মূলকভাবে বিশেষ স্বার্থান্বেষী দলের স্বার্থে ট্যাক্স বৃদ্ধিকে সমর্থন করে, যারা গঠনতন্ত্রকে ব্যবহার করে নিজেদের ফায়দা লুটতে চায়। প্রপোজেশন ৮৬ সাধারণ মানুষ তথা ভোটারদের কাছে তুলে ধরতে চান যে, এটা হলো সেই প্রপোজেশন যার মাধ্যমে মানুষদের ধূমপান থেকে বিরত রাখবে। সত্যিকার অর্থে তা নয়, ভুল তথ্য দিয়ে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল তাদের মনবাসনা চরিতার্থ করার একটি ফাঁদ মাত্র। এই স্বার্থান্বেষী মহল কারা? হাসপাতাল কর্পোরেশনবৃন্দ যারা প্রতি বছর ট্যাক্স প্রদানকারীদের কাছ থেকে শত শত মিলিয়ন ডলার হাতিয়ে নিচ্ছে। এই সকল বিষয়াদি বিচেনা করে হেলথ প্রফেশনাল ট্যাক্সপেয়ার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী গ্রুপ প্রপোজেশনের বিরুদ্ধে বিরোধীতা করেছে। এর ফলে স্কুল ফান্ড ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রায় ৮০০ মিয়িন ডলার নতুন রেভিনিউ থেকে বঞ্চিত হবে। মেডিক্যাল সার্ভিসের মূল্যবৃদ্ধি পাবে। সর্বোপরি ৮৬ ফান্ড থেকে মাত্র ১০ ভাগ অর্থ এন্টি স্মোকিং প্রোগ্রামের জন্য ব্যয় করা হবে।

বাকি অংশ প্রপোজেশন ৮৬ / ১২ পাতায়

স্পটলাইট মোহাম্মদ হাই, প্রবাসীর গর্ব

একুশ ডেস্ক

মোহাম্মদ হাই, প্রবাসীর গর্ব

ইউনাইটেড স্টেট এয়ারফোর্স (ইউএসএফ) এর লেফটেন্যান্ট কর্ণেল মোঃ আব্দুল হাই প্রবাসে বাংলাদেশীদের একজন গৌরব উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, যিনি মূলধারায় জন সংযোগ ঘটিয়ে স্টেট এসেম্বলী ডিস্ট্রিক ২৯ পদপ্রার্থী। মোঃ হাই বাংলাদেশের ভোলা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এয়ার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এরোস্পেস সায়েন্সের উপর এমএস গ্র্যাজুয়েশন করেছেন। তিনি এমব্রয় রিডেল এরোনিউটিক্যাল ইউনিভার্সিটি থেকে এভিয়েশন, ইন্স্ট্রুমেন্টের রেটিং এবং ফাইট ইন্স্ট্রুমেন্ট ইন্স্ট্রাক্টর সার্টিফিকেট অর্জন করেছেন। মিঃ হাই সেই সাথে এম বিএ এবং সিএইচএ শিক্ষা গ্রহণ করেন।

বাকি অংশ স্পটলাইট / ৬ পাতায়

প্রথমবারের মতো লসএঞ্জেলেসে জয়ের আগমন

নিজস্ব প্রতিনিধি

প্রথমবারের মতো লসএঞ্জেলেসে জয়ের আগমন

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে গত ১৪ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জনাব সজিব ওয়াজেদ জয়ের লসএঞ্জেলেসে আগমন উপলক্ষে ফাউন্ডেশনের জন্য অর্থ সংগ্রহমূলক ইফতার পার্টি ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। বেভারলি হিলের আভিজাত্য এলাকায় গের্ল্ড রেস্টুরেন্টে এয়াজিত শুধুমাত্র আমন্ত্রিতদের জন্য অনুষ্ঠানের শুরুতে ইফতার পর্ব থাকে। তার পরপরই আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানের উপস্থাপক বিন্ময় রায় চৌধুরীর আহ্বানে একে একে মঞ্চে উপবিষ্ট হন আওয়ামী লীগ ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি সোহেল রহমান বাদল, জয়ের আগমন উপলক্ষে সাদরে অভ্যর্থনার আহ্বায়ক ড. অলি মণ্ডল, যুক্তরাষ্ট্র ওয়ামী লীগের মোস্তাকিন দারা বিল-াহ ও বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক এম. ফজলুল রহমান। জনাব ফজলুল রহমান অরাজনৈতিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে ফাউন্ডেশন সম্পর্কে অবহিত করান। তিনি বলেন, আমাদের মূল উদ্দেশ্য দেশের জন্য জনহিতকর কাজ করা। অপরদিকে জয় তার বক্তব্যে বলেন ফাউন্ডেশনকে সারা বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করা। তিনি বলেন ইতিমধ্যে আমরা তিনটি শাখা উদ্বোধন করে কাজ শুরু করে দিয়েছি, তাদের মধ্যে ফ্লোরিডা, নিউইয়র্ক ও জর্জিয়া অন্যতম ইতিমধ্যে এগুলোতে ইমিগ্রেশনের জন্য প্রফেশনাল পরামর্শ দেওয়ার ব্যবস্থা কর হয়েছে, ফ্রি চিকিৎসা করানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে ও বাংলা স্কুল চালু করার কথা বলেন। তিনি কথা প্রসঙ্গে বলেন আমার বছ নেতা হওয়ার বা পাওয়ারের লোভ নেই যারা রাজনৈতিক করেন না, কিন্তু মানুষের জন্য, দেশের জন্য কছু করতে চান তাদেরকে নিয়ে একত্রে আমাদের এই যাত্রা। যারা নিজ এলাকায় বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন গড়ে তুলতে চান তারা আমাদের সঙ্গে যোগযোগ করবেন। তিনি আরো বলেন, আমি আপনাদের মতো একজন প্রবাসী। আমরা যাতে প্রবাসে বসে এবসেন্টি ভোট দিতে পারি তার জন্য কাজ করে যাচ্ছি। ফান্ড রাইজিং প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আপনাদের প্রদত্ত অর্থ বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ফান্ডে প্রেরিত হবে। যাতে দেশের মানুষ আপনাদের অর্থ দ্বারা উপকৃত হয়। অনুষ্ঠান শেষে সভাপতি সোহেল রহমান বাদল সংগ্রহীতকৃত অর্থের একটি খাম ফাউন্ডেশনের জন্য জয়ের হাতে তুলে দেন। তিনি সবার প্রতি বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনে দলমত নির্বিশেষে উন্নত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনে যোগদানের মাধ্যমে গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি বলেন আমাদের সবার নজর দেওয়া উচিৎ যে দেশের জন্য কি ভালো। দেশের পরিস্থিতি কি সেটা দেখার প্রয়োজন। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথা উলে-খ করে বলেন। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে আবার দাম কমে যাবে।

লসএঞ্জেলেসে বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জনাব সজিব ওয়াজেদ

বাকি অংশ জয় / ১২ পাতায়

মুসলিম উম্মাাহ অফ নর্থ আমেরিকার ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

গত ৮ অক্টোবর, রবিবার বিকাল ৫টায় শ্যাটো রিক্রিয়েশন সেন্টারে মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা, লস এঞ্জেলেস চ্যাপ্টারের উদ্যোগে মাহে রমজানের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মহফিলের আয়োজন করা হয়। সংগঠনের লস এঞ্জেলেস চ্যাপ্টারের সভাপতি অধ্যাপক আলী আকবরের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি মুহাম্মদ আনিসুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন 'কাউন্সিল অন আমেরিকান ইসলামিক রিলেশেন (CAIR)

বাকি অংশ মুসলিম উম্মাহ / ১৩ পাতায়

৯/১১ নয় ১০/১১

তবে সন্ত্রাসী নয়, দুর্ঘটনা

একুশ রিপোর্ট :
গত ১১ অক্টোবর (বুধবার) ২০০৬ নিউইয়র্ক ম্যানহাটানের ৪২তম অট্টালিকার সাথে একটি প্রাইভেট পে-ন ক্র্যাস হওয়ার সাথে সাথে চতুর্দিকে আতঙ্কের ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। দুপুর বেলা ম্যানহাটানের আপনার ইস্ট এলাকায় এই সংঘর্ষ ঘটে। তবে বিষয়টি একটি দুর্ঘটনা, কোনো সন্ত্রাসী পরিকল্পনা নয়। উক্ত পে-নট ছিল ইয়াংকি (বেজবল পে-য়ার) পিচার কোরি লিডলের। তিনি এবং তার পাইলট সুউচ্চ অট্টালিকার সাথে সংঘর্ষে অগ্নির কুন্ডলিতে দুজনই দগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে এবং উক্ত বিল্ডিং-এর দুটি ফ্লোর পুড়ে যায়। দুপুর ২:৪২ মিনিটের এই দুর্ঘটনা নিউইয়র্কবাসী ধারণা করেছিল টেরোরিস্ট আক্রমণ হয়েছে।
প্রেসিডেন্ট বুশ সতর্কতার ব্যবস্থা করেন এবং জেট বিমান অত্র এলাকা টহল দিতে থাকে।

বাকি অংশ ১০/১১ / ১১ পাতায়

দোকানদার ও ক্রেতা উভয়ই সচেতন থাকবেন

একুশ রিপোর্ট

দোকানদার ও ক্রেতা উভয়ই সচেতন থাকবেন
এদেশে খাদ্যে ভেজাল বা খাদ্যদ্রব্যাদি নিয়মের বাইরে অতিক্রম করলে তা কঠিন হস্তে দমন করে। কিছু দিন পূর্বে স্পিনিইচ (শাক) খাওয়ার ফলে অনেকেই মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার ফলে ক্যালিফোর্নিয়ার ৩টি কাউন্টি থেকে ৯টি ফার্মের সকল স্পিনিচ প্রোডিউস বাজার থেকে তুলে ফেলে। সম্প্রতি লেটুসের মধ্যে এক ধরনের ভাইরাস পাওয়াতে পরীক্ষা করে দেখছে কোথা থেকে কিভাবে ভাইরাসের উৎপত্তি হয়েছে।

বাকি অংশ দোকানদার / ৩ পাতায়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীদের পুর্নমিলনী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মিডিয়া পার্টনার একুশ ডেস্ক থেকে

গত সংখ্যায় ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে, ক্যালিফোনিয়ায় ইউনিভার্সিটির সাবেক ছাত্র/ছাত্রীদের পুনর্মিলনী করার জন্য ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলামনাই এসোসিয়েশন অফ ক্যালিফোর্নিয়া নামে এডহক কমিটি গঠন হয়েছে যার আহ্বায়ক মুক্তিযোদ্ধা ও এককালীন ডাকসুর এ জি স গোলাম মোস্তফা এবং কো-আহ্বায়ক হিসেবে রয়েছেন খন্দকার আলম, মুশফিকুর চৌধুরী খসরু, মঞ্জুর মোল-া, ও এম এ করিম। এছাড়া, মিডিয়া পার্টনার একুশের সম্পাদক কাজী মশহুরুল হুদা ও এটিএন বাংলার এলএর ম্যানেজিং ডিরেক্টর সেলিমা আক্তার। আগামী ৫ নভেম্বর ২০০৬ আলাউদ্দীন রেস্টুরেন্টে এডহক কমিটির জরুরি মিটিং হবে এবং ১৮ নভেম্বর ৮১৭ নং নর্থ ভাইন স্ট্রীট, মিউজিসিয়ামস বিল্ডিংএ ক্যালিফোর্নিয়া, ৯০০৩৮) এই অনুষ্ঠান হবে ঠিক সকাল ৬টায়। যারা থেকে যেতে চান তারা পাশেই অবস্হিত ইকোনোলজে বুকিং দিয়ে রাখতে পারেন। ফোন নং (৩২৩) ৪৬৩-৫৬৭১। ইতিমধ্যে অগণিত ফোন কল এসেছে। প্রশংসনীয় উদ্যোগের জন্য পরিকল্পনাকারীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। প্রতিদিন আমরা নিত্য নতুন প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে নাম ঠিকানা পাচিছ। যারা আমাদের সংবাদ পাচেছন তারাই আগ্রহ নিয়ে আমাদের কাছে তাদের তথ্য পাঠাচেছন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদেরকে আমরা আহ্বান জানাচিছ। আপনার নাম, ফোন নাম্বার, ই-মেইল আমাদের কাছে পৌঁছে দেবেন। আমরা ভবিষ্যতে একটি ইয়েলো পেজ তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আগামীতে মিডিয়া পার্টনার একুশ ফলোআপ চালাবে।

ড্রাগ আসক্ত প্রবাসী কর্তৃক মা ঘরছাড়া?

নিজস্ব প্রতিনিধি

গত ১৩ই অক্টোবর (শুক্রবার)। ২০০৬ এর একটি ঘটনা। ড্রাগ আসক্ত জনৈক প্রবাসী লিটল বাংলাদেশের থার্ড স্ট্রী এলাকায় তার মাকে মারধোর গালাগাল দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। ঘটনায় প্রকাশ রাত ১০টা ৩০ মিনিটের দিকে মা প্রতিবেশী কমিউনিরি মানুষের কাছে নিয়ে কান্নাকাটি করে হেল্প চান। তনি জানান ইদানিং তার ছেলে ড্রাগ করা শুরু করেছে এবং ড্রাগের ফলে ছেলে অবাধ্যও হিংস্র স্বভাবে পরিণত হয়েছে। খবরে প্রকাশ বিল্ডিং ম্যানেজার জানিয়েছে যে, সে পার্কলটে সিগারেটের মধ্যে ভরে কোনো এক ধরনের ড্রাগ ব্যবহার করতে দেখেছে। মায়ের ধারণা সঙ্গদোষে সে ড্রাগের খপ্পরে পড়েছে। ইতিপূর্বে সোনালী এক্সচেঞ্জে একবার অস্থায়ীভাবে কিছুদিন কাজ করার পর মটেলে কাজ করতো। ড্রাগের পর সে চাকরিও চলে যায়।

এক সপ্তাহ ধরে চাকুরিহীন অবস্থায় ঘরে বসে ড্রাগ করতে শুরু করে। ধীরে ধীরে চরমে পৌছালে মায়ের সঙ্গে বচনা হয় এবং মারধোর করে ঘর থেকে বের করে দেয়। প্রতিবেশীর সহায়তায় মা আবার ঘরে ফিরে যান কিন্তু এবার ছেলে মাকে ব্যালকনিতে আটকে রাখে। চিৎকারে ম্যানেজার মই দিয়ে মাকে নামিয়ে নিয়ে আসে।

বাকি অংশ ড্রাগ/ ৩ পাতায়

লস এঞ্জেলেসে মারামারির ঘটনা সমুহ

একুশ ডেস্ক

অনেকেই প্রশ্ন করেছেন যারা কমিউনিটির সাথে সচরাচর চলাচল করেন না, কিন্তু তাদের কাছে অবিশ্বাস্য লাগে প্রবাসে মারামারি হয় কিভাবে? সে সুযোগ কিভাবে সৃষ্টি হয়? সময় কোথায়? তাছাড়া নিয়মকানুনের দেশে তো মামুর জোরে চলা যায় না, জেলের ভাত খাওয়ার ভয় নেই ইত্যাদি। দেশে না হয় রাজনৈতিক দলের মধ্যে সংঘর্ষ হচ্ছে, গ্যাংদের মধ্যে মারামারি হচ্ছে ইত্যাদি। কিন্তু এদেশে? একথা স্বীকার করতে হবে প্রবাসে কমিউনিটির মানুষ রাজনৈতিক দলের নামে কেউ মারামারি করেন না।

বাকি অংশ মারামারি / ৪ পাতায়

শমসের মোবিন চৌধুরী আর বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসাবে আমেরিকায় থাকছেন না !

ভিওবিডি, ওয়াশিংটন ডিসি থেকে ঃ আগামী ২৮শে অক্টোবর শনিবার থেকে শমসের মোবিন চৌধুরী আর বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসাবে আমেরিকায় থাকেছেনা। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে তার রাষ্ট্রদুতের কাজও সম্পন্ন হবে। তত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা গ্রহনের দিন থেকেই যদি শমসের মোবিন চৌধুরী তার ক্ষমতা আকঁড়ে থাকার চেষ্টা করেন তাহলে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, জাসদ সহ অন্যান্য বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ তা কঠোর হস্তে দমন করবে বলে গতকাল যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগ নেতা চন্দন দত্ত বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন।
জনাব চন্দন দত্ত শমসের মোবিন চৌধুরীর বিভিন্ন অনিয়মের কথা তুলে ধরে বলেন, সরকার পরিবর্তনের পরবর্তি মিনিট থেকেই শমসের মোবিন চৌধুরীকে বাংলাদেশের অ্যাম্বাসেডর হিসাবে আর মেনে নেয়া হবেনা এবং শমসের মোবিন চৌধুরীকে সপরিবারে দেশে ফেরত পাঠানো হবে।

রমজানে প্রবাসীদের মাঝে ইফতার পার্টির শহর হয়ে উঠেছিল লস এঞ্জেলেস

একুশ রিপোর্ট : রমজানের সাথে সাথে শুরু হয় ইফতার পার্টির হিড়িক। একজনের কাছে কয়েকটি পার্টির দাওয়া এসে পড়ে। তখন তিনি পড়েন বিপদে। কাকে রেখে, কাকে ছেড়ে, কাকে ধরবেন বা কার পার্টিতে যোগদান করবেন। রোজা পালন থেকে রোজার পার্টিতে আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল ইফতার পার্টি। বাসায়, মসজিদে, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে, ইত্যাদি। এখানে মসজিদগুলোতে সাধারণত ইফতার ও ডিনার করায়। মানুষরা রোজাদারদের রোজা ভাঙার ব্যাপারে অনুদান প্রদানের মাধ্যমে সওয়াব অর্জনের প্রচেষ্টা করেন। বাংলাদেশী মসজিদে ক্যালেন্ডার টাঙ্গানো থাকে। সেখানে যারা স্পন্সর করতে চায় তারা নাম লিখে দেন। সে ক্যালেন্ডার ভরে যাওয়ার পরও অনেকেই ইফতারি দিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিবর্গ অন্যদের সাথে নাম জুড়ে দিয়ে অংশীদার হন। এখানে বিপরীত। রোজাদারদের ইফতার খাওয়ানোর লোক পাওয়া যায় না। ইসলামিক সেন্টারে প্রতিদিন মানুষ ইফতার এনে রাখেন, উপস্থিত রোজাদার ব্যক্তিগণ সেখান থেকে নিয়ে নিজেদের ইফতারের প-্যান সাজান। কিন্তু সবচেয়ে উলে-খযোগ্য অবস্থা হলো মানুষেরা যখন রোজাদারদের জন্য ইফতার এনে রাখে, তখন চারদিক থেকে মানুষের কাড়াকাড় করে নেওয়ার দৃশ্য বিভৎস্য ও দেখতে চমৎকার লাগে বিভৎস কারণ। সংযমের মাসে হাইপারনেস রোজার তরফ হওয়ার শামিল। চমৎকার কারণ এক নাটকীয়তার উদ্ভব হয়।

এবারও কি লস এঞ্জেলেসে বিভক্ত ঈদ!

চাঁদ দেখার বিড়ম্বনা

একুশ ডেস্ক : প্রতি বছর মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে রোজার চাঁদ আর ঈদের চাপ দেখা নিয়ে যতো বিড়ম্বনা। প্রতি বছর দুই ঈদ আর রোজাকে নিয়ে যতো সমস্যা। কেউ বলেন রসুলউল-াহ স্বচক্ষে চাঁদ দেখে রোজা রাখার নিয়ম করেছিলেন। কেউ বলছেন, হাদিসে রয়েছে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে যদি কেউ চাঁদ দেখতে পায় তাহলেও ঈদের নামাজ আদায় করতে পারবে। নতুন রোজা রাখতে পারবেন। কেউ বলছে বিজ্ঞানের যুগে সবকিছু বৈজ্ঞানিক উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। অতএব যদি ক্যালকুলেশন করে রোঝা বা ঈদ উদযাপন করি তাহলে আপনাদের আপত্তি কেন?
আমাদের মতো চাঁদ দেখে ধর্মীয় উৎসব পালন করে ইহুদি সম্প্রদায়। কিন্তু তাদের মধ্যে কোনোদন অনৈক্য দেখা যায় না। প্রতি বছর একই দিনে পৃথিবীর এপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ইয়াম কাপু, প্যাসওভার প্রমুখ জ্যুইস সম্প্রদায় কোনো রকম দ্বিমত পোষণ করেন না। একই দিনে তাদের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সকলের মনে প্রশ্ন আদৌ কি এই সমস্যার সমাধান হবে? এ বছর কেউ রোজা শুরু করেছেন ২৩ নভেম্বর এবং কেউ কেউ শুরু করেছেন ২৪ নভেম্বর। ঈদে হয়তো উভয়পক্ষ একই দিনে পালন করতে পারেন অথবা একই দিনে হতে পারে। উভয়পক্ষকে মেনে নেওয়াটাই

শান্তিপূর্ণ। কিন্তু সমস্যা হলো পারস্পরিক আনন্দ উপভোগ করার মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়। কোনো পরিবার আজ ঈদ করছেন, আরেক পরিবার পরের দিন। প্রবাসে এটা কোনো আনন্দের নয়। আর এই দুর্ভোগ মুসলিস সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো দিনই ঘুচবে না। আমরা মুন সাইটিং ডট নেট পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। প্রত্যেক্যেই তাদের স্ব স্ব মতাদর্শ ওয়েভসাইটে তুলে ধরে থাকেন। মুন সাইড ডটনেট বলছেন, যে চাঁদ শুক্রবারে উঠেছে তা মানুষের পক্ষে চোখে দেখা সম্ভব নয়। কারণ হরাইজন থেকে ১-২ ডিগ্রী মাত্র উপরে অবস্থান করে। বৈজ্ঞানিক মনে করেন চাঁদ উঠেছে, কিন্তু খালি চোখে দেখা সম্ভব হচ্ছে না। অতএব যখন কেউ ক্যালকুলেশন অনুসরণ করছেন তারা জানতে পারছেন চাঁদ ওমুক দিন অতটার সময় উদয় হয়েছে পৃথিবীতে। তা হয়তো কোনো না কোনো অংশে দেখা সম্ভব। আর যারা স্বচক্ষে দেখে রাখাকে অনুসরণ করছেন তারা চাঁদ দেখা কমিটির উপর নির্ভর করছেন। অতএব যতোদিন দুই পদ্ধতিতে দেখাদেখি চলবে ততোদিন এই তথ্য মেনেই যেকোনো একটি দিকে একত্রে দা বেইজাল ইমাম করতে হবে। আর প্রার্থনা করতে হবে সৌভাগ্যক্রমে যেন দুই পদ্ধতি পদ্ধতি একই হরাইজনে উঠে।